দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 05 SEP 2007
পৃষ্ঠা ১ কলাম 2

22 Report

জোটের ৫ বছরে ঢাবিতে নিয়োগে অনিয়ম, ভুয়া ছাত্র ভর্তির কেলেঙ্কারি ও দলীয়করণ

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ঃ দেশের প্রধান বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতি হয়েছে। শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগে অনিয়ম ও দলীয়করণ, ভুয়া ছাত্র ভর্তির কেলেঙ্কারি, জামায়াতপন্থী শিক্ষকদের মাধ্যমে শিবির কর্মীদের ভর্তি, অনৈতিকভাবে ছাত্রছাত্রীদের বেশি নম্বর দেয়া, প্রশ্নপত্র ফাঁস ঘটনা বিগত পাঁচ বছরে

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ও কনসালট্যান্সি

লাগামহীনভাবে বেড়েছে। ফলাফলে অনিয়ম করে একটি বিভাগেই ঘটেছে ৫২ জনকে প্রথম শ্রেণী দেয়ার নজিরবিহীন ঘটনা। তাছাড়া বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস ও কনসালট্যান্সি করলেও নিয়মমাফিক আয়ের কোন টাকা দেন না বিশ্ববিদ্যালয়কে। কেউ কেউ অনুমতি ছাড়াই বাইরের বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস নিচ্ছেন। বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে গোয়েন্দাদের বিশেষ তদন্ত রিপোর্টে এসব অনিয়ম বের হয়ে এসেছে। তদন্ত সূত্র জানায়, দেশের ৫০টির বেশি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সম্মানীর বিনিময়ে ক্লাস নিয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে ইংরেজী, আইন বিভাগ ও বাণিজ্য অনুষদভুক্ত বিভাগের শিক্ষকরা প্রাধান্য পেয়ে থাকেন। কারণ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মূলত বিবিএ, এমবিএ প্রোগ্রাম কেন্দ্রিক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের নিয়ম অনুযায়ী একজন শিক্ষক অনুমতি নিয়ে একটি কিংবা দু'টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস নিতে পারেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, কেউ কেউ একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস নিয়ে থাকেন। যা সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় অবহিত নয়। ফলে অনেক সময় নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ক্লাসের ছাত্রছাত্রীরা সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের অফিস কক্ষে পান না বলে সাধারণ অভিযোগ রয়েছে। এসবের পাশাপাশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষক বিভিন্ন প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানে কনসালট্যান্সির সঙ্গেও জড়িত। কোন শিক্ষক কনসালট্যান্সির সঙ্গে জড়িত থাকলে তার সম্মানীর শতকরা ১০ ভাগ টাকা বিশ্ববিদ্যালয় তহবিলে জমা দেয়ার বিধান রয়েছে। অধিকাংশ শিক্ষক এই নিয়ম পালন করছেন না।

শিক্ষকদের দুর্নীতি ও অনিয়ম

তদন্ত সূত্র মতে, *(১১- পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)*

জোটের ৫ বছরে (প্রথম পাতার পর)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বিগত কয়েক বছরে ঢালাওভাবে আর্থিক দুর্নীতি, নিয়োগ দুর্নীতি, ভর্তি দুর্নীতি ও একাডেমিক দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত রয়েছে। আর্থিক দুর্নীতিতে নিমজ্জিত বহুল আলোচিত। শিক্ষকদের মধ্যে রয়েছেন উল্লেখ্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অপসারিত উপাচার্য অধ্যাপক এরশাদুল বারী, মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অপসারিত উপাচার্য অধ্যাপক মোঃ খলিলুর রহমান, কুষ্টিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক মুস্তাফিজুর রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান কোষাধ্যক্ষ ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ যিনি নিয়োগ বাণিজ্যের মাধ্যমে বিপুল অর্থ লাভ করেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি অধ্যাপক আ ফ ম ইউসুফ হায়দারের নামও রয়েছে। যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল প্রভাবক, সহকারী অধ্যাপক পদের সিলেকশন কমিটির সভাপতি। এছাড়া তিনি বিভিন্ন কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ বোর্ডের সভাপতি। দুর্নীতিতে জড়িত থাকার অভিযুক্ত অন্য শিক্ষকদের মধ্যে রয়েছেন সহকারী অধ্যাপক মোঃ মোর্শেদ হাসান খান যিনি পিএসসিতে নিয়োগ বাণিজ্য করে বিপুল অর্থের মালিক হয়েছেন, অধ্যাপক আশরাফুল ইসলাম পিএসসিতে নিয়োগ বাণিজ্যের মাধ্যমে বিপুল অর্থের মালিক বনেছেন, অধ্যাপক আতাউর রহমান রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে ৫২ প্রথম শ্রেণী পাইয়ে দেয়ার হোতা, অধ্যাপক মেজবাহ উদ্দিন বিভিন্ন নিয়োগ বাণিজ্য হাওয়া ভবনের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে অবৈধ অর্থের মালিক বনেছেন, অধ্যাপক হাবিবুর রহমান ওষুধ নিয়ন্ত্রণ পরিদফতরের প্রাক্তন পরিচালক যিনি দুর্নীতির দায়ে অপসারিত। তিনি বিভিন্ন ওষুধ কোম্পানি থেকে জোট সমর্থক বিএনএ নেতা ডা. জাহিদের সঙ্গে যৌথভাবে বিপুল অর্থ আয় করেছেন। জহুরুল হক হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক জাহিদুর রহমান ও ড. এটি এম ফখরুদ্দিন আর্থিক দুর্নীতির দায়ে একাধিকবার প্রমাণিত হয়েছে। জোট আমলে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য থেকে শুরু করে দুর্নীতির দায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েক শিক্ষকের নাম বহুল আলোচিত।

শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগে অনিয়ম ও দলীয়করণ

সূত্র জানায়, শিক্ষক নিয়োগের মূলনীতি হচ্ছে মেধা। বিগত কয়েক বছরে এই নীতিকে জলাঞ্জলি দিয়ে নিছক দলীয় আনুগত্য ও আত্মীয়তা বিবেচনায় শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। অনিয়মের কারণে শিক্ষক নিয়োগ কমিটির অনেক সদস্য নোট অব ডিসেন্ট দিয়েছেন। যা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর পর্যন্ত গড়িয়েছে। প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের প্রভাব ও হস্তক্ষেপের ফলে কোন প্রতিকার হয়নি। ড. আনোয়ারের জীববিজ্ঞান অনুষদে শিক্ষক নিয়োগে দু'টি বিভাগে গুরুতর অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। পূর্ববর্তী তিন অধ্যাপক সালেহীন কাদরীর সময়ে বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক এসএমএ ফায়েজের নিজ বিভাগ মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগে প্রভাবক নিয়োগে ব্যাপক অনিয়ম করা হয়। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ও বায়োটেকনোলজি বিভাগে শিবির ক্যাডার হিসেবে পরিচিত মোঃ শাহানুর হোসাইনকে নিয়োগ দেয়া হয়। যাকে বিভাগের জামায়াতী শিক্ষকরা তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক পরীক্ষায় বেশি নম্বর দিয়েছিল। তিনি একই সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র এবং শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছিলেন। এই নিয়োগ কমিটির সভাপতি ছিলেন প্রো-উপাচার্য অধ্যাপক আ ফ ম ইউসুফ হায়দার। আওয়ামী লীগ আমলেও শিক্ষক নিয়োগে কিছু অনিয়ম হয়েছে। এ সময়ে দু'জন ছাত্র নেতাকে নিয়োগ প্রদান করা হয়। বিভাগের ড. জামাল উদ্দীন। শুধু শিক্ষক নয়, কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগেও অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও বিগত জোট সরকারের আমলে দলীয়করণ করা হয়। প্রশাসনিক পদে সরাসরি বিএনপি ও জামায়াতের ছাত্র নেতাদের সরাসরি নিয়োগ দেয়া হয়। বহুল আলোচিত নামের মধ্যে রয়েছে প্রাক্তন ছাত্রনেতা ইলিয়াস আলীর স্ত্রী এবং ছাত্র নেতা আমজাদ হোসেন পিন্টু। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী নিয়োগের সংখ্যা কয়েক শ'। অনেক নিয়োগ হয়েছে সরাসরি অর্থের বিনিময়ে।

ভুয়া ভর্তি

সূত্র মতে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চারটি অনুষদের মাধ্যমে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়ে থাকে। এই ভর্তি প্রক্রিয়া এতদিন পর্যন্ত স্বচ্ছ বলে সর্বজনবিদিত ছিল। মেধাই ছিল ভর্তির একমাত্র মাপকাঠি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিশ্ছিদ্র ভর্তি পরীক্ষার সুনাম শুধু দেশে নয়, দেশের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু বিগত জোট সরকারের সর্বগ্রাসী দুর্নীতির ছোঁয়ায় তা ভুয়া ছাত্রছাত্রী ভর্তি পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা কাঠামোকে ভেঙ্গে দিয়ে দুর্নীতির মাধ্যমে, এক কথায় টাকার বিনিময়ে ছাত্র ভর্তি চলে আসছে বিগত কয়েক বছর ধরে। বিশ্ববিদ্যালয় তদন্ত করে এর সত্যতা খুঁজেও পেয়েছে। সিন্ডিকেট প্রায় দু'শ শিক্ষার্থীর ছাত্রত্ব বাতিল করে। ভর্তি প্রক্রিয়ার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক অফিস জড়িত থাকে। যেমন, হল, বিভাগীয় অফিস, প্রশাসনিক ভবন। কিন্তু এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে গজিয়ে ওঠা কিছু কোচিং সেন্টারের মালিক ও ছাত্র সংগঠনের প্রভাবশালী নেতারা এর সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ছে। কয়েকটি কোচিংয়ের নামে ভিত্তি করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অফিসের পাঁচ কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে ইতোমধ্যে এই অবৈধ প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত থাকার অপরাধে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। পাঁচ বছরে দুর্নীতি যেভাবে পরিবারাই হয়েছিল, তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন ধারণা আছে যে, সরকারদলীয় শিক্ষকরাও এর সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারেন। অবৈধ ভর্তির দায়দায়িত্ব শীর্ষ প্রশাসন তথা উপাচার্য, প্রো-উপাচার্য এবং কোষাধ্যক্ষ এড়াতে পারেন না।

ভর্তি দুর্নীতির অন্যতম পথ পুনর্ভর্তির সময় এবং মুক্তিযোদ্ধা ও ওয়ার্ড কোটায় ভর্তি। ভর্তি দুর্নীতির সঙ্গে জামায়াতপন্থী শিক্ষকদের গভীর যোগাযোগ এবং এর মাধ্যমে শিবিরকর্মীদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাপক হারে ভর্তির ব্যবস্থা করার কথা বহুল আলোচিত। পরীক্ষার আগের দিন প্রেস থেকে প্রশ্নপত্র ছাপানোর সঙ্গে জামায়াতদলীয় শিক্ষকদের যুক্ত করে প্রশ্নপত্র সংগ্রহ করে তা শিবিরকর্মীদের জানিয়ে দেয়া হতো। এমনকি শিবিরকর্মীদের তত্ত্বাবধানে পরীক্ষার্থীদের কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হতো যাতে শিবিরের বাইরে এই প্রশ্নপত্র ছড়িয়ে না পড়ে। বিজ্ঞান অনুষদ 'ক' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় এমন অভিযোগ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষক শাহানুর হোসাইনের বিরুদ্ধে রয়েছে। বর্তমানে তিনদের মধ্যে বিজ্ঞান অনুষদের তিন অধ্যাপক তাজমেরী এস এ ইসলাম ও কলা অনুষদের তিন অধ্যাপক সদরুল আমিন এর সংশ্লিষ্টতা রয়েছে বলে জানা গেছে। অধ্যাপক তাজমেরী এই বছরের 'ক' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার সমন্বয়ক হিসেবে গোপনীয় কাজে ব্যাপকভাবে জামায়াতপন্থী শিক্ষকদের নিয়োগ করেছেন। অধ্যাপক সদরুল আমিনের সময়ে বিশেষ একটি কোচিং সেন্টারের শিক্ষার্থীরা যাদের মধ্যে মাদ্রাসা থেকে আগত ছাত্রছাত্রীদের আধিক্য রয়েছে তারা কলা অনুষদে ভর্তি হতে পেরেছে।

পরীক্ষায় নম্বর প্রদানের ক্ষেত্রে অনিয়ম

তদন্ত সূত্র জানায়, অনৈতিকভাবে ছাত্রছাত্রীদের বেশি নম্বর দেয়া, প্রশ্নপত্র ফাঁস ইত্যাদি একাডেমিক দুর্নীতি বিগত পাঁচ বছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐ অঙ্গনের দুর্নীতির খবর সচরাচর শোনা যেত। কিন্তু বিগত পাঁচ বছরে এই দুর্নীতি লাগামহীনভাবে বেড়েছে। অত্যন্ত পরিকল্পিত ও দলীয়ভাবে জামায়াতপন্থী শিক্ষকরা এ দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত হয়েছেন। জামায়াতী শিক্ষকরা প্রথম বর্ষ থেকেই তাদের রিক্রুট করা শিবির কর্মীদের বিভিন্ন ইনকোর্স পরীক্ষায় বেশি নম্বর দিতে শুরু করেন। অনৈতিক এই কাজটি তারা করেন দলীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে। ফলে চার বছরে শিবির কর্মীরা বেশি নম্বর পেয়ে চূড়ান্ত পরীক্ষায় উপরের দিকে স্থান করে নেয়। এই বিষয়ে সবচাইতে উৎকৃষ্ট উদাহরণ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষক শাহানুর হোসাইন। অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগের সাবেক এই ছাত্র ও শিবির ক্যাডার ওই বিভাগের জামায়াতপন্থী শিক্ষক অধ্যাপক মোজাম্মেল হক (ফজলুল হক হলের প্রভোস্ট), অধ্যাপক আনিসুর রহমান (অণুজীব বিভাগের বর্তমান চেয়ারম্যান) ও অধ্যাপক মাহফুজুর রহমানের সহযোগিতায় অনৈতিকভাবে ধাপে ধাপে বেশি নম্বর পেয়ে অনার্স ফাইনাল পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে তৃতীয় স্থান ও মাস্টার্সে ঐ জামায়াতী শিক্ষকদের সহযোগিতায় থিসিসে শতকরা ৯০ ভাগ নম্বর পেয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে যান। এছাড়া একাডেমিক দুর্নীতির অন্যতম প্রকৃষ্ট উদাহরণ রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগে ৫২ জনকে প্রথম শ্রেণী প্রদান। এ কাজের মূল হোতা অধ্যাপক আতাউর রহমান।

ফলাফলে অনিয়ম ও ৫২ প্রথম শ্রেণী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগের মাস্টার্স পরীক্ষায় নজিরবিহীনভাবে ৫২ প্রথম শ্রেণী প্রাপ্তি ঘটনা ঘটেছে। ফল সংক্রান্ত অনিয়মের মধ্যে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে মাস্টার্স পরীক্ষায় দু'শতাধিক শিক্ষার্থীর মধ্যে ৫২ প্রথম শ্রেণী পাওয়াটা শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ে নয় জাতীয়ভাবেও আলোচিত-সমালোচিত ঘটনা। এত সংখ্যক শিক্ষার্থীর প্রথম শ্রেণী পাওয়া নজিরবিহীন। এ বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট কর্তৃক গঠিত কমিটি বিশদ তদন্ত শেষে সংশ্লিষ্ট বিভাগের চার শিক্ষককে সকল পরীক্ষা কার্যক্রম থেকে বিরত রাখে। কিন্তু হাইকোর্ট থেকে রুল নিয়ে এসে ওই শিক্ষকগণ পুনরায় পরীক্ষা কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত হয়েছেন। উল্লেখ্য, তদন্ত কমিটির রিপোর্টে একাধিক অনিয়ম ধরা পড়ে। ওই রিপোর্ট সিন্ডিকেটের হেফাজতে আছে।